তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮৩

**শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় আছে**

**-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর), ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় আছে। দেশ বিরোধীচক্র সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টা করছে। শারদীয় দুর্গোৎসবের যে আবহাওয়া বাংলাদেশের তৈরি হয়েছে; সে আবহাওয়াটা আরো বেশি সাহসী করে তুলেছে, যখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক চেতনায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ পরিচালনা করছে। সমগ্র বাংলাদেশ উৎসব উদযাপন করছে। উৎসবে মুখরিত সমগ্র বাংলাদেশ। সামনে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনকে ঘিরে যেমন একটা সংকট তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে, তেমনি এই সংকটকে ঘিরে শারদীয় দুর্গাপূজায় ব্যবহার হতে পারে। এই জায়গাটায় সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জস্থ কেন্দ্রীয় শ্মশান প্রাঙ্গণে ‘শুভ মহালয়া’ উপলক্ষ্যে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে বিরলের ঢেরাপাটিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত চারতলা একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের জন্য রাজনীতি করে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাজনীতি করে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য। এই অনুষ্ঠানে আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ টানা ৩ বার দায়িত্ব পালন করছে। কোভিড-১৯ সময়টা কেমন ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সেই কঠিন সময়টা পার করে কোন ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই বরং সামনে এগিয়ে গেছে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। আজকে বাংলাদেশের কোন উন্নয়ন থেমে নাই। বাংলাদেশের মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন হচ্ছে।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পৌর মেয়র সবুজার সিদ্দিক সাগর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম শাহিনুর ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ আফছানা কাওছার, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রমা কান্ত রায়, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সমন্বয়কারী এড. মোঃ রবিউল ইসলাম (পিপি)।

#

জাহাঙ্গীর/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮২

**কুড়িগ্রামের উন্নয়নে সরকার সচেষ্ট**

**-- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

কুড়িগ্রাম, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, বর্তমান সরকার কুড়িগ্রামের উন্নয়নে সচেষ্ট। কুড়িগ্রামে উন্নত নাগরিক সুবিধা নিশ্চিতের মাধ্যমে এ অঞ্চলকে ইকোনমিক হাবে পরিণত করতে সরকার পরিকল্পিত পদক্ষেপ নিয়েছে। কুড়িগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, চিলামারী বন্দরের আধুনিকায়ন ও চিলমারী-রৌমারী ফেরি সার্ভিস চালু তারই দৃষ্টান্ত।

আজ কুড়িগ্রাম জেলা শহরে কুড়িগ্রাম পাসপোর্ট অফিসের নতুন ভবন নির্মাণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

কুড়িগ্রামে ২৫ শতক জমির উপর নবনির্মিত আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের ভবন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। কুড়িগ্রাম বাস টার্মিনালের অদূরে আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ভবনটি তিন কোটি ৭২ লাখ টাকা ব্যয়ে এ তিনতলা ভবনটি প্রায় ৮ হাজার বর্গফুট আয়তনের। কর্তৃপক্ষ আশা করছে সেবা গ্রহীতারা তারা এখানে স্বাচ্ছন্দ্যে দ্রুত পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশনের সব ধরনের সেবা পাবেন। ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় এ ভবনটি নির্মিত হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কুড়িগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য মো. পনির উদ্দিন আহমেদ, কুড়িগ্রাম-৩ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক এম এ মতিন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আমান উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু, কুড়িগ্রাম পৌরসভার মেয়র কাজিউল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সারোয়ার হোসেন, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সেলিনা বানু, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের উপ সচিব আমিন আল পারভেজ প্রমুখ।

#

মাহবুবুর/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮১

**আমরা দেশকে অন্য দেশের ই-বর্জ্যের ডাম্পিং পয়েন্ট হতে দিতে পারি না**

**-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ইলেকট্রনিক্স বর্জ্য (ই-বর্জ্য) পরিবেশের জন্য বড় হুমকি। বিদেশ থেকে ব্যবহৃত পুরাতন কম্পিউটার, ল্যাপটপ কিংবা মোবাইল আমদানি জাতীয় জীবনে স্বাস্থ্যের জন্য বড় ঝুঁকি। আমরা দেশকে অন্য দেশের ই-বর্জ্যের ডাম্পিং পয়েন্ট হতে দিতে পারি না। এগুলো নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কী করে দেশে ঢুকছে তা খতিয়ে দেখতে হবে ও সেগুলোর বিক্রি বন্ধ করতে হবে। ঝুঁকিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে ই-বর্জ্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি দক্ষ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা অপরিহার্য। ই-বর্জ্যের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি এবং ই-বর্জ্য রিসাইক্লিং করে এটিকে সম্পদে পরিণত করতে সমন্বিত উদ্যোগে সংশ্লিষ্টদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

আজ ঢাকায় বিশ্ব ই-বর্জ্য দিবস উপলক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন বিআইজেএফ আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ন্যায় ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, ই-বর্জ্যের কাঁচামাল কাজে লাগানোর বিষয় সংশ্লিষ্টদের ভাবতে হবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহকে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করতে হবে। ই-বর্জ্য পুনরায় কী কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। ই-বর্জ্য নিয়ে সেই ভিত্তিতে শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে হবে। এই জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকেও ভূমিকা গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ডাম্পিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এটা সম্ভব হলে দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ই-বর্জ্য প্রয়োজনে ডাকঘরের মাধ্যমে নির্ধারিত গন্তব্যে পৌছে দেওয়া সম্ভব বলে উল্লেখ করেন ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের এই অগ্রদূত। তিনি বলেন, ব্যবহৃত ব্যাটারি কীভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হবে সেই বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মোবাইল কারখানা, মোবাইল অপারেটর এবং আইএসপিসহ বিটিআরসির লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্জ্য ফেরত নেওয়ার বিধিবিধান যাতে যথাযথভাবে পালন করে এ বিষয়েও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আন্ডারগ্রাউন্ডে ক্যাবল লাইন স্থাপনের পাশাপাশি ভবন নির্মাণের সময় ভবনসমূহে ইন্টারনেটের ক্যাবল পরিকল্পিতভাবে যাতে সংযুক্ত করা যায় সে ব্যবস্থাও নিতে হবে। সফলভাবে ই-বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা করতে পারলে সমস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য তা হবে অত্যন্ত কল্যাণকর।

বিআইজেএফ সভাপতি নাজনীন নাহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিসিএস সভাপতি সুব্রত সরকার, সার্ক সিএসআই এর সদস্য সাফকাত হায়দার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফেসর এবিএম মইনুল হোসেন, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মাহফুজা, আইএসপিএবি সভাপতি ইমদাদুল হক, বাক্কোর সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ হোসেন, হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ এবং মুঠোফোন এসোসিয়েশনের সভাপতি মহিউদ্দিন বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা তৈরির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, ই-পণ্য থেকে বছরে ৩০ লাখ মেট্রিক টন ই-বর্জ্য তৈরি হয়। সঠিকভাবে এই বর্জ্য কাজে লাগাতে পারলে এই বর্জ্যই হতে পারে সম্পদ। এই সম্পদের বাজার আয়তন প্রায় ২২০ মিলিয়ন ডলার।

#

শেফায়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮০

**শব্দদূষণমুক্ত দেশ গড়তে সকলের সহযোগিতা চাই**

**- পরিবেশমন্ত্রী**

বড়লেখা (মৌলভীবাজার), ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, দেশের মানুষকে শব্দদূষণমুক্ত পরিবেশ উপহার দিতে বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, আগামীকাল রবিবার ঢাকা শহরে ১০ টায় ১ মিনিট শব্দহীন কর্মসূচি পালন করা হবে। তিনি বলেন, শুধু দূষণমুক্ত পরিবেশ নয়, মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে শেখ হাসিনা সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী চিন্তার সুফল মানুষ ভোগ করছে।

মন্ত্রী আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলায় সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় ও গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রতিটি ইউনিয়নে ভিজিডি, ভিজিএফ, বিধবা ও মাতৃত্বকালীন ভাতাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বড়লেখায় অন্তত ৭০ হাজার মানুষকে নিরবচ্ছিন্ন সহায়তার আওতায় এনেছে বর্তমান সরকার। তাই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে আগামী নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আনতে হবে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, গত পাঁচ বছরে বড়লেখা উপজেলার ৪০ হাজার ৪৭০ জন কৃষকের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি এবং বিনামূল্যে সারবীজসহ বিভিন্ন উপকরণ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৯৫ লাখ টাকা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (ভিজিডি)-এর আওতায় ৪ হাজার ৬৫৬ জন নারীকে ২৭ শ’ মেট্রিক টন চাল প্রদান, মা ও শিশু কর্মসূচির আওতায় ৩ হাজার ৩১০ জনকে ৭ কোটি ১ লাখ ৪২ হাজার টাকা প্রদান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অধিদপ্তরের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য ১১ কোটি ৪৪ লাখ ৩৮ হাজার টাকা ব্যয়ে ৪৬৯টি ঘর নির্মাণ, সমাজসেবা কার্যালয়ে অধীনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২১ হাজার ৮১০ জন উপকারভোগীর মাঝে বিভিন্ন খাতে প্রায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন বড়লেখা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সোয়েব আহমদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম সুন্দর, বড়লেখা পৌরসভার মেয়র আবুল ইমাম মো. কামরান চৌধুরী এবং উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ তাজউদ্দীন প্রমুখ।

#

দীপংকর/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৮৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৭৯

**সকল অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে**

**-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

সকল অন্যায় ও অশুভ শক্তিকে পরাভূত করে সাম্প্রদায়িক সৌন্দর্য ও স্থিতিশীলতার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

আজ রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের বেগম সুফিয়া কামাল অডিটোরিয়ামে ড. অরূপরতন চৌধুরীর মিউজিক ভিডিও ‘এলো মা দুর্গা’ এর প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে উন্নয়নের মহাসড়কে আমাদের অগ্রযাত্রায় আমরা নিশ্চয়ই সফল হব। তিনি বলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যাতে নির্বিঘ্নে পূজা পার্বণ উদযাপন করতে পারেন সেজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে প্রতি বছর পূজামন্ডপের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে ড. অরূপরতন চৌধুরী বলেন, দুর্গাপূজা সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মিলন মেলা। পূজার আনন্দ সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিলে দুর্গাপূজা সার্থক হবে। অন্যান্যের মধ্যে গানটির গীতিকার দেলোয়ার আরজুদা শরফ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

#

মোহসিন/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৭৮

**উন্নত-সমৃদ্ধ মর্যাদাশীল দেশ গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা রাখতে হবে**

**-- পানিসম্পদ উপমন্ত্রী**

শরীয়তপুর, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

পানিসম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, শিক্ষকদের অধিকার ও সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার সবসময় আন্তরিক রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। শিক্ষকদের আস্থা ও ভরসার স্থল তিনি। তাই উন্নত-সমৃদ্ধ মর্যাদাশীল দেশ গঠনে শিক্ষকদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

আজ শরীয়তপুরের ডামুড্যা উপজেলা মাঠে জেলার মাধ্যমিক, কারিগরি ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী শামীম বলেন, ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু ৩৭ হাজার এবং ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করেছিলেন। তিনি প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজকে সরকারিকরণ করেছেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর কোনো সরকারই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

উপমন্ত্রী আরো বলেন, বিনামূল্যে বই বিতরণ, মেধাবৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ যা বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলের ১৩ গুণ বেশি, শিক্ষক নিয়োগ ও মর্যাদা বৃদ্ধি, নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা, দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড, কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ করছে। তিনি বলেন, শরীয়তপুরে শেখ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে। শরীয়তপুর জেলার বহু সকল ননএমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। স্কুলের নতুন নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, সীমানাপ্রাচীর হয়েছে, শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

শিক্ষকদের উদ্দেশে উপমন্ত্রী বলেন, আপনারা ক্লাসেই সঠিকভাবে পাঠদান করাবেন। শিক্ষার্থীদের সন্তানতুল্য মনে করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সম্পর্কে শিক্ষাদান করবেন। যাতে শিক্ষার্থীরা কখনো বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের প্রশ্নে আপোস না করে। কারণ, আজকের শিক্ষার্থীই আগামীদিনের বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নিজাম উদ্দীন আহম্মেদের সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন শরীয়তপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ইকবাল হোসেন অপু এমপি, শরীয়তপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক। প্রধান বক্তা ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ।

#

গিয়াস/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৭৭

**বিএনপিকে নির্বাচনে আনার দায়িত্ব আওয়ামী লীগের নয়**

**- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, দেশে নির্বাচন করার কাজ সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের। রাজনৈতিক দলগুলো জনকল্যাণে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সেটাই প্রত্যাশিত। এখন বিএনপি যদি নির্বাচনে না আসে তাহলে বিএনপিকে নির্বাচনে আনার দায়িত্ব আওয়ামী লীগের নয়।

মন্ত্রী আজ চট্টগ্রামের একটি অভিজাত হোটেলে চট্টগ্রাম ওয়াসার কর্ণফুলি পানি শোধনাগার প্রকল্প (২য় পর্যায়) হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইয়োমা কিমিনোরি, স্থানীয় সরকার সচিব মুহম্মদ ইবরাহিম, জাইকা বাংলাদেশের চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইচিগুচি তোমোহিদে, ওয়াসার চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী এ কে এম ফজলুল্লাহ।

চট্টগ্রাম ওয়াসার এই প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য জাপানের জাইকাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, জাপান বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু। স্বাধীনতার পর থেকে জাপান সবসময় বাংলাদেশের পাশে আছে। জাপান সরকার জাইকার মাধ্যমে যেসব প্রকল্পে অর্থায়ন করে সেসব প্রকল্পের সুনাম রয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ নানামুখী সুবিধা ভোগ করছে এবং তাদের জীবনমান উন্নত হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে জাপানের ভূমিকা অপরিসীম।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এ সময় বলেন, পাকিস্তানের দুঃশাসন থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশকে মুক্ত করেছেন। একটি স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়াই ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন। সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন চলছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু মাত্র সাড় তিন বছর ক্ষমতায় ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু ঘাতকেরা বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার কাজ চলছে।

বাংলাদেশ সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ১৯৯৬ সালের আগে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ছিল নাজুক। কয়েক বছরের ব্যবধানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে। ১৯৯৬ সালে দেশের দারিদ্র্য সূচক ছিল ৪২ শতাংশ, বর্তমানে এটি ১৮ শতাংশে নেমে এসেছে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, একসময় চট্টগ্রামে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমান সরকার চট্টগ্রামে পানি সঙ্কট নিরসনে একের পর এক প্রকল্প নিয়েছে। যার ফলে চট্টগ্রামে এখন পানির সমস্যা নেই।

#

হেমায়েত/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৭৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৭৬

**ভোট আসলে যারা বড় বড় কথা বলে তাদের থেকে সতর্ক থাকুন**

**--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘ভোট আসলে অনেকেই আসবে, বড় বড় কথা বলবে। তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, আমরা যে সড়কের উন্নয়ন করেছি তার গর্ত ভরাট করার সক্ষমতাও তাদের নেই।’

হামাস-ইসরাইল যুদ্ধ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ‘ফিলিস্তিনে যেভাবে নিরীহ মানুষদের ইসরাইলিরা হত্যা করছে, সেই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার আহ্বান জানাই। ফিলিস্তিনের নিরীহ বাসিন্দাদের জন্য আমি সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি।’

আজ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার পারুয়া ইউনিয়ন পরিষদের কমিউনিটি সেন্টারে ইউনিয়নের উপকারভোগী সমাবেশে ভার্চুয়াল উপায়ে ঢাকা থেকে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। পারুয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান একতেহার হোসেন সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন।

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘শুধু ভোটের সময় যারা আসবে, তাদের জিজ্ঞেস করবেন, আপনাদের করোনা, বন্যা কিংবা দেশের দুর্যোগ-দুর্বিপাকে দেখা যায়নি কেনো? তাদের বলবেন, আসছেন ভালো কথা, বসে চা খেয়ে চলে যান।’

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বর্তমান সরকার যে নানারকম ভাতা দিচ্ছে, এগুলো আগে কখনো ছিল না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে চালু করেছিল। এরপর ২০০৮ সালে ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুকন্যা ভাতার পরিমাণ এবং আকার দুটোই আরো বৃদ্ধি করেছেন। বর্তমানে প্রতিটি ইউনিয়নে ২ থেকে ৪ হাজার মানুষ নানাধরনের উপকারভোগী আছে।

হাছান মাহ্‌মুদ আরো বলেন, ‘সরকার নিয়মিত এই সহায়তা করে যাচ্ছে। যদি আওয়ামী লীগ সরকার আবার ক্ষমতায় না আসে তাহলে এই ভাতাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। ১৪-১৫ বছর আগে যে ছেলেটা বিদেশ গিয়েছিল, সে দেশে আসবে তার গ্রাম চিনতে পারবে না। এভাবেই দেশ উন্নয়নে পালটে গেছে। এই পরিবর্তন আওয়ামী লীগ সরকার করেছে, জননেত্রী শেখ হাসিনা করেছেন।’

নিজ নির্বাচনি এলাকার বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আমাকে এমপি নির্বাচিত করার পর, আমি দলীয় এমপি থাকিনি, আমি সব মানুষের এমপি হওয়ার চেষ্টা করেছি। সবার জন্য আমার দরজা খোলা রেখেছি। রাখালের মতো করেই গত ১৪-১৫ বছর আপনাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছি।’

চট্টগ্রাম ৭ আসনের সংসদ সদস্য হাছান বলেন, ‘যারাই আমার কাছে আসে, তাদের আমি সাহায্য করেছি। আমার বিরুদ্ধে মাইকিং করেছে এমন অনেকেরও চাকরির ব্যবস্থা করেছি। গণমানুষের রাজনীতি করি বলেই সকাল-সন্ধ্যা কিংবা গভীর রাতেও মানুষ আমার কাছে আসেন। রাঙ্গুনিয়া সম্প্রীতির উদাহরণ, এখানে সব সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য আমি দোয়া কামনা করছি, দুর্গাপূজাও যেনো সুন্দরভাবে হয়।’

রাঙ্গুনিয়া উপজেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি ইমাম হোসেন ইমনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলম তালুকদার, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি বদিউল খায়ের লিটন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইউনুচ, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. ইলিয়াস তালুকদার, ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আবুল হাশেম, সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল্লাহ, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কুতুব উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আরফাত নিজাম প্রমুখ।

#

আকরাম/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর : ১২৭৫

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ। এ সময় ৪৯৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৪৮৯ জন।

#

সুলতানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৭৪

**নির্বাচন এলেই সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ফণা তোলার অপচেষ্টা চালায়**

**-তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘আপামর বাঙালি সাম্প্রদায়িক নয়। সবাই মিলে-মিশে একাকার। সেই কারণে এ দেশে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি মাঝেমধ্যে মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করলেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেই অপশক্তি অবদমিত হয়েছে।’ কিন্তু সেই অপশক্তি নির্মূল হয়নি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘দেখা যায়, যখন নির্বাচন আসে, তখন এই অপশক্তি আবার ফণা তোলার অপচেষ্টা চালায়। তাই এদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।’

আজ রাজধানীর বনানী মাঠে স্থাপিত পূজামন্ডপে গুলশান-বনানী সর্বজনীন পূজা ফাউন্ডশন আয়োজিত ‘শুভ মহালয়া ১৪৩০’ অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ সব কথা বলেন।

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা বাঙালি, তারপর ধর্মের পরিচয়। কিন্তু এই চেতনার বেদীমূলে আঘাতের ফলে পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সব সম্প্রদায়ের মানুষের মিলিত রক্তস্রোতে ৩০ লাখ শহিদ ও ও ২ লাখ মা-বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, লাল সূর্যখচিত সবুজ পতাকা ছিনিয়ে এনেছি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, ১৯৭৫ সালের পর সেই সাম্প্রদায়িক ভাবধারা ফিরিয়ে আনা হয়েছিল উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, 'আজকেও সেই সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আমাদের দেশে আছে এবং তারা সময়ে সময়ে তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেয়।'

নির্বাচনকে সামনে রেখে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা গত ১৫ বছরের পথচলায় চেষ্টা করেছি, ১৯৭৫ সালের পরে বাংলাদেশের যে মূল চেতনা হারিয়ে গিয়েছিল, তা ফিরিয়ে আনার। একটি রাষ্ট্রের কখনো 'শত্রু সম্পত্তি আইন' ধরনের আইন থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। সেটি বিলুপ্ত করে ভিন্ন আইন করা হয়েছে। এভাবে অনেক কাজ করা হয়েছে।' দেশে সম্প্রীতির উদাহরণ দিয়ে তিনি আরো বলেন, 'আজ বাংলাদেশে সবকিছু ছাপিয়ে বড় উৎসব, বাঙালির উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে পয়লা বৈশাখ। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের দেশে যেভাবে বাংলা নববর্ষ উৎসব পালিত হয়, সরকারিভাবে ভাতা ও ছুটি প্রদান করা হয়, সেটি অনেক ক্ষেত্রে পাশের দেশেও নেই।'

ড. হাছান বলেন, 'বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার বলেন- ধর্ম যার যার, উৎসব সবার, ধর্ম যার যার, রাষ্ট্রও সবার। আর সেটির প্রতিফলন আমরা দেখি দুর্গাপূজা, ঈদ, প্রবারণা পূর্ণিমাসহ সকল ধর্মীয় পার্বণে, যেখানে সকল ধর্মের মানুষ উৎসবমুখর হয়ে শামিল হয়। 'মানুষের সামর্থ্য ও সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা বিধানের কারণে প্রতি বছর পূজামন্ডপের সংখ্যা বাড়ছে' উল্লেখ করে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, 'আশা করি এই শুভ মহালয়ায় দেবী দুর্গার যে আগমনী বার্তা ধ্বনিত হচ্ছে, তা সকল ধর্মের যে মর্মবাণী, মানুষে-মানুষে শান্তি-সম্প্রীতি, তা আরো দৃঢ় করবে।'

শিল্পী মনোজ সেনগুপ্তের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন গুলশান-বনানী সর্বজনীন পূজা উদযাপন ফাউন্ডশনের সভাপতি পান্না লাল দত্ত, সাধারণ সম্পাদক প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ, সন্তোষ শর্মা প্রমুখ। শেষে ফাউন্ডশনের শিল্পীরা মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে ।

#

আকরাম/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১৪৩৫ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৭৩

**বিশ্ব হাত ধোয়া দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ‘বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস-২০২৩’ উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বিশ্ব হাত ধোয়া দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য, ‘Clean Hands Are Within Reach’ অর্থাৎ ‘আপনার নাগালেই পরিচ্ছন্ন হাত’ সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামীণ ও পৌর জনপথে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গত ১৪ বছরের বেশি সময়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৩টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। স্কুলজীবন থেকেই যাতে শিক্ষার্থীরা নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ও অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে সে জন্য ২০১২ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত ৩২ হাজার ৪২২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬২ হাজার ওয়াশ ব্লক এবং প্রায় ৬২ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানির উৎস ও ২২ হাজার ৫২৮টি ওয়াশ বেসিন নির্মাণ করা হয়েছে।

আমরা জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৬ অর্জনের লক্ষ্যে টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও এর প্রয়োগ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন, স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন, পরিবেশবান্ধব উন্নত টয়লেট নির্মাণ ও ব্যবহার এবং নিরাপদ স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। বর্তমানে দেশের প্রায় ৯৯ শতাংশ মানুষকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন এবং নিরাপদ পানির উৎসের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে, ২০০৩ সালে যা ছিল মাত্র ৩৩ শতাংশ। অপরদিকে খোলা স্থানে মলত্যাগকারীর হার ২০০৩ সালের ৪৪ শতাংশ থেকে প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হয়েছে। বাংলাদেশের এ সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসিত হয়েছে। দেশের প্রায় সকল জেলায় আধুনিক পানি পরীক্ষাগার স্থাপন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল উদ্ভাবনী ও জনবান্ধব প্রযুক্তির প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে যথাসময়ে এসডিজি অর্জন সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। আমাদের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করা।

করোনা ভাইরাসসহ অন্যান্য মহামারি ও রোগব্যাধি থেকে সুরক্ষাসহ এসকল রোগব্যাধির বিস্তার রোধে সবচেয়ে সহজ, সাশ্রয়ী ও কার্যকর উপায়গুলোর একটি হলো সাবান ও পানি দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়া এবং নিরাপদ স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়গুলো সঠিকভবে মেনে চলা। আমাদের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণসহ জনগণের স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। আমি আশা করি ‘সকলের জন্য উন্নয়ন’ এই নীতিকে ধারণ করে স্যানিটেশন খাতের বিভিন্ন অংশীজনের সহযোগিতায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমরা সফল হব।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে জনসচেতনতামূলক এ আয়োজন সবার জন্য স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। এই সামাজিক আন্দোলনকে আরো বেগবান করতে সরকারের পাশপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও গণমাধ্যমসহ দেশের প্রতিটি নাগরিককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই ।

আমি ‘বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০২৩’-উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১২০২ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৭২

**বিশ্ব হাত ধোয়া দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৯ আশ্বিন (১৪ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক স্যানিটেশন ও হাইজিন তথা স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ‘বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০২৩’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। ডায়রিয়া ও পানিবাহিত নানা রোগ থেকে রক্ষা পেতে স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস খুবই জরুরি। সরকার এ লক্ষ্যে নিরলস কাজ করছে। সকলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে উন্নত স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ, সব শ্রেণির মানুষের ব্যবহার উপযোগী পাবলিক ও কমিউনিটি টয়লেট স্থাপনসহ কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ওয়াশ ব্লক, পানির উৎস ও হাত ধোয়ার বেসিন নির্মাণ করা হচ্ছে। বিগত ১৪ বছরে স্যানিটেশনের জাতীয় কভারেজ ৯৯ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ স্যানিটেশন-এর ‘সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা’ অর্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে করোনা ভাইরাসজনিত সংক্রমণে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হলেও বাংলাদেশে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে।

স্যানিটেশন একটি চলমান প্রক্রিয়া যা মানুষের অভ্যাস ও আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্জন ও বজায় রাখা সম্ভব। এ প্রেক্ষিতে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘আপনার নাগালেই পরিচ্ছন্ন হাত’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। স্যানিটেশন ও হাত ধোয়া কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে আমি আহ্বান জানাই।

আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট’ অর্জনে দেশব্যাপী সুষ্ঠু স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। আগামীদিনে টেকসই স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা ও সঠিক স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনে বাংলাদেশ আরো এগিয়ে যাবে-এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি ‘বিশ্ব-হাতধোয়া দিবস ২০২৩’ উদযাপনের সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/শামীম/২০২৩/১১৩৬ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ